ফর্ম নম্বর জে (২)

কলকাতা হাইকোর্টে

সাংবিধানিক রিট বিচারক্ষেত্র

<u>আপীল বিভাগ</u>

বর্তমান :

সম্মানীয় বিচারপতি রাজা বাসু চৌধুরী

২০১০-এর ডব্লিউ. পি. এ ২৫১৩০

সহ

২০১৬-এর সি. এ. এন ১ (২০১৬-এর পুরনো নম্বর সি. এ. এন ৩৭৫)

সহ

২০১৮-এর সি. এ. এন ২ (২০১৮-এর পুরনো নম্বর সি. এ. এন ৫৭১০)

প্রণয় কুমার ইন্দ্র

বনাম

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য ও অন্যান্য

আবেদনকারীর জন্য	:	শ্রী বিকাশ শ
এন. বি. এস. টি. সি-র জন্য	:	শ্রী অমল কুমার সেন
		শ্রী সব্যসাচী মণ্ডল
শুনেছেন	:	২৮.১১.২০২৩
রায়	**:**	**২৮.১১.২০২৩**

<u>রাজা বসু চৌধুরী, বিচারপতি :</u>

১. বর্তমান রিট পিটিশনটি দায়ের করা হয়েছে, অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে, উত্তরদাতাদের কেবল পেনশনারি সুবিধা প্রদানের আহ্বান জানানো হয়নি, ২৯ শে আগস্ট, ২০০৯ এবং ২৪শে জুন, ২০১০ তারিখের আদেশকেও চ্যালেঞ্জ জানানো হয়েছে, যার মাধ্যমে, উত্তরদাতাদের দ্বারা পরিচালিত একটি ঘরোয়া তদন্তের পরে, আবেদনকারীকে কেবল তার অবসর গ্রহণের ফলস্বরূপ কিছু সীমিত সুবিধা বিতরণ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল।

২. অপ্রয়োজনীয় বিবরণ বাদ দিয়ে, প্রকৃত ঘটনা হল যে আবেদনকারী উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ কর্পোরেশনের (এখানে "কর্পোরেশন" হিসাবে উল্লিখিত) সাথে কন্ডাক্টর হিসাবে নিযুক্ত ছিলেন।

কর্তব্যরত অবস্থায় ১৯৯৪ সালের ২০ এপ্রিল তিনবাত্তি মোড়ের কর্মীদের তল্লাশি করে আকস্মিক তল্লাশি চালানো হয় এবং চেকিং কর্মীদের অভিযোগ, আবেদনকারী তিনজন যাত্রীর কাছ থেকে টাকা পাওয়ার পরেও টিকিট ইস্যু করেননি। এর ফলে ১৯৯৪ সালের ৮ জুন চার্জশিট জারি করে অভ্যন্তরীণ তদন্ত শুরু হয়। একই সঙ্গে চার্জশিট জারির সঙ্গে সঙ্গে আবেদনকারীকে সাময়িক বরখাস্ত করা হয়। উপরোক্ত তদন্ত পরিচালিত হওয়ার পর কর্পোরেশনের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ১৯৯৪ সালের ১৯ ডিসেম্বর এক আদেশে উক্ত আদেশের তারিখ থেকে আবেদনকারীকে চাকরি থেকে বরখাস্ত করেন। যদিও, আবেদনকারী উপরোক্ত আদেশের বিরুদ্ধে একটি বিধিবদ্ধ আপিল পছন্দ করেছিলেন, আপিল কর্তৃপক্ষ আবেদনকারীর আপিল প্রত্যাখ্যান করার সময় ২৪ শে জানুয়ারী, ১৯৯৬ তারিখের আদেশ পাস করে শাস্তির আদেশটি নিশ্চিত করেছিলেন।

৩. উপরোক্ত আদেশকে চ্যালেঞ্জ করে আবেদনকারী এই আদালতে একটি রিট পিটিশন দায়ের করেছিলেন যা ১৯৯৬ সালের সিও নম্বর ৭২১৩ (ডব্লিউ) হিসাবে নিবন্ধিত হয়েছিল। প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে উক্ত রিট পিটিশনটি ২০০২ সালের ৭ ফেব্রুয়ারি রায় ও আদেশে খারিজ করা হয়।

৪. সংক্ষুব্ধ হয়ে, আবেদনকারী ২০০৩ সালের FMA ১৮৩৩ হিসাবে নিবন্ধিত একটি আপিল দায়ের করেছিলেন। ৩রা ফেব্রুয়ারী, ২০০৯ তারিখের একটি রায় এবং আদেশের মাধ্যমে, যা পরে ২৭শে ফেব্রুয়ারী, ২০০৯ তারিখের একটি আদেশের মাধ্যমে সংশোধন করা হয়েছিল, এই আদালতের ডিভিশন বেঞ্চ, অন্যান্য বিষয়ের সাথে, রেফারেন্সের অধীনে চার্জশিটের ভিত্তিতে আরও এগিয়ে যাওয়ার এবং এই আদেশের যোগাযোগের তারিখ থেকে দুই মাসের মধ্যে এটি শেষ করার জন্য কর্পোরেশনকে স্বাধীনতা দিয়ে শাস্তির আদেশ বাতিল করতে পেরে খুশি হয়েছিল। এর পরিপ্রেক্ষিতে, আপিল কর্তৃপক্ষ এবং মাননীয় একক বিচারক কর্তৃক প্রদত্ত উপরোক্ত আদেশগুলিও বাতিল করা হয়েছিল।

৫. এই আদালতের মাননীয় ডিভিশন বেঞ্চ কর্তৃক প্রদত্ত আদেশের পরিপ্রেক্ষিতে, ২৭শে ফেব্রুয়ারী, ২০০৯ তারিখের একটি আদেশের মাধ্যমে, আবেদনকারীকে অবিলম্বে কর্পোরেশনের চাকরিতে পুনর্বহাল করা হয়েছিল এবং তাকে তার দায়িত্ব পুনরায় শুরু করার অনুমতি দেওয়া হয়েছিল।

৬. ২০০৯ সালের ২৮ ফেব্রুয়ারি আবেদনকারী অবসরে যান। উপরোক্ত সত্ত্বেও, ১১ ই আগস্ট, ২০০৯ তারিখের একটি লিখিত যোগাযোগের মাধ্যমে, আবেদনকারীকে ১৯৯৪ সালের শৃঙ্খলাবদ্ধ মামলা নম্বর ১৫৬ এর বিষয়ে ব্যক্তিগত শুনানির জন্য কর্পোরেশনের ব্যবস্থাপনা পরিচালকের সামনে হাজির হওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল যা তার বিরুদ্ধে শুরু করা হয়েছিল। উপরোক্ত যোগাযোগ প্রাপ্তির অব্যবহিত পরেই আবেদনকারী উপরোক্ত চিঠির জবাবে ১৯শে আগস্ট, ২০০৯ তারিখে উত্তরদাতাদের অবসরকালীন সুবিধা প্রদানের আহ্বান জানিয়ে তাদের স্মরণ করিয়ে দেন যে তিনি ইতিমধ্যে ২৮শে ফেব্রুয়ারী, ২০০৯ তারিখে কর্পোরেশনের চাকরি থেকে অবসর গ্রহণ করেছেন এবং তাই তিনি প্রার্থনা করেছিলেন যে তিনি পূর্বোক্ত শৃঙ্খলাবদ্ধ মামলায় তার বিরুদ্ধে আরোপিত অভিযোগ থেকে অব্যাহতি পেতে পারেন।

৭. রেকর্ডগুলি প্রকাশ করে যে ২৯ শে আগস্ট, ২০০৯ তারিখে, কর্পোরেশনের ব্যবস্থাপনা পরিচালক আবেদনকারীর উপস্থাপনাটি নোট করে সন্তুষ্ট হয়েছিলেন, অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে, এই শর্তে যে আবেদনকারী স্থগিতাদেশের সময়কালে জীবিকা ভাতা ব্যতীত অন্য কিছু পাবেন না

এবং অন্তর্বর্তীকালীন আদেশের মাধ্যমে বরখাস্তের তারিখ থেকে তার যোগদানের পূর্ববর্তী তারিখ পর্যন্ত পুরো সময়কাল হিসাবে গণ্য করা হবে ই.ও.ডি. এবং তার অবসরকালীন সুবিধাগুলি সেই অনুযায়ী প্রকাশ করা হবে।

৮. উপরোক্ত অনুসারে, উত্তরদাতারা ২৪শে জুন, ২০১০ তারিখের একটি আদেশের মাধ্যমে আবেদনকারীকে প্রদেয় অবসর সুবিধাগুলি নির্ধারণ করেছিলেন এবং পূর্বোক্ত আদেশে করা রেকর্ডিংয়ের পরিপ্রেক্ষিতে তা বিতরণ করেছিলেন।

৯. অবসরের তারিখের পরেও শুধু শৃঙ্খলামূলক কার্যক্রম শুরু করাই নয়, বরং আদেশাবলী পাস করায় সংক্ষুব্ধ হয়ে বর্তমান রিট পিটিশন দাখিল করা হয়েছে।

১০. শুরুতেই আবেদনকারীর পক্ষে উপস্থিত বিজ্ঞ অ্যাডভোকেট শ্রী শ উপস্থাপন করেছেন যে একবার এই আদালতের ডিভিশন বেঞ্চ শৃঙ্খলাবদ্ধ কার্যধারা নিষ্পত্তি করার জন্য একটি সময়সীমার ব্যবস্থা করেছিল, উত্তরদাতাদের কর্তব্য ছিল এই জাতীয় সময়সীমা মেনে চলা। স্বীকার করতেই হবে, এক্ষেত্রে এ ধরনের সময়সীমা অনুসরণ করা হয়নি। উত্তরদাতাদের দ্বারা কার্যক্রম পুনরায় শুরু করা কেবল এই আদালতের ডিভিশন বেঞ্চ দ্বারা নির্ধারিত সময়ের বাইরেই নয়, আবেদনকারীকে অবসর দেওয়ার পরেও করা হয়েছিল। তিনি জমা দিয়েছেন যে কর্পোরেশনের বিধিগুলি অবসর গ্রহণের তারিখের পরে শৃঙ্খলাবদ্ধ কার্যক্রম চালিয়ে যাওয়ার অনুমতি দেয় না।

সুতরাং আবেদনকারী তার অবসরকালীন সুবিধা পাওয়ার অধিকারী হয়েছিলেন, যার মধ্যে তার বকেয়া বেতন সহ যা বকেয়া ছিল।

১১. বিবাদীদের দাখিল করা হলফনামার ১৮ পৃষ্ঠার উপর নির্ভর করে বলা যায় যে উত্তরদাতারা আবেদনকারীকে প্রদেয় গ্র্যাচুইটি অন্যায়ভাবে কেটে নিয়েছেন। তিনি নিবেদন করেন যে তার গ্র্যাচুইটি গণনা করার সময় ১৪ বছর ১১ মাস এবং ২৪ দিন চাকরি ক্যারিয়ার থেকে কেটে নেওয়া হয়েছে এবং কর্পোরেশনের পক্ষে দায়ের করা হলফনামার সংযুক্তি আর-৩ নথি থেকে এই জাতীয় তথ্য প্রমাণিত হবে। বিরোধিতাকারী হলফনামার ১৪ নম্বর অনুচ্ছেদ উল্লেখ করে বলা যাচ্ছে যে, কর্পোরেশন উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ নিগম কর্মচারী পেনশন রেগুলেশন, ১৯৯০ নামে একটি বিধিমালা প্রণয়ন করেছিল যা ২৯ শে আগস্ট, ২০০০ তারিখে সরকারী গেবিচারপতিটে প্রকাশিত হয়েছিল।

১২. স্বীকার্য, যখন পূর্বোক্ত বিজ্ঞপ্তিটি প্রকাশিত হয়েছিল, তখন আবেদনকারীকে ভুলভাবে অবসান করা হয়েছিল যা পরে বাতিল করা হয়েছিল, কারণ কন্ট্রিবিউটরি প্রভিডেন্ট ফান্ড (সিপিএফ) থেকে বিচারপতিনারেল প্রভিডেন্ট ফান্ড (জিপিএফ) পর্যন্ত বিকল্প প্রয়োগের জন্য পূর্বোক্ত বিজ্ঞপ্তিতে প্রদত্ত সময়সীমা (৬ মাস) আবেদনকারীর ক্ষেত্রে কঠোরভাবে প্রযোজ্য নাও হতে পারে।

১৩. রিট পিটিশনের ৬৩ পৃষ্ঠার উল্লেখ করে তিনি বলেন, আবেদনকারী পেনশন বেছে নিলেও তার বিকল্প ফর্মটি উত্তরদাতারা প্রক্রিয়াজাত করেননি।

তাঁর যুক্তির সমর্থনে যে একবার কোনও বিকল্প প্রয়োগ করা হলে উত্তরদাতারা তা মেনে চলতে বাধ্য, এই জাতীয় বিকল্প প্রয়োগের জন্য মূল সময়সীমা শেষ হওয়া সত্ত্বেও, **লীলা সারঙ্গি বনাম পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য (১)** মামলায় এই আদালতের ডিভিশন বেঞ্চ দ্বারা প্রদত্ত রায় এবং কলকাতা রাজ্য পরিবহন মামলায় মাননীয় সুপ্রিম কোর্ট কর্তৃক প্রদত্ত রায়ের উপর নির্ভর করা হয়েছে **কলকাতা স্টেট ট্রান্সপরট কর্পোরেশন ও অন্যান্য বনাম অসিত চক্রবর্তী ও অন্যান্য (২)**। উপস্থাপিত হয় যে যেহেতু, এক্তিয়ারগত ত্রুটির কারণে তদন্ত শেষ হয়নি, উত্তরদাতারা আবেদনকারীকে ক্ষতিপূরণ দিতে বাধ্য এবং বকেয়া মজুরি প্রদান করতে বাধ্য, যা আবেদনকারী বৈধভাবে অধিকারী। তার পূর্বোক্ত যুক্তির সমর্থনে, তিনি নিম্নলিখিত রায়গুলির উপর নির্ভর করেছেন:

- **দীপালি গুন্ডু সুরওয়াসে বনাম ক্রান্তি জুনিয়র আধ্যপাক মহাবিদ্যালয় (ডি.ইডি) ও অন্যান্য (৩)**
- **জয়ন্তীভাই রাওজিভাই প্যাটেল বনাম মুনিকপাল কাউন্সিল, নরখেড় ও অন্যান্য (৪)**

১৪. কর্পোরেশনের পক্ষে উপস্থিত বিজ্ঞ অ্যাডভোকেট শ্রী সেন বলেছেন যে মূল তদন্তটি প্রযুক্তিগত কারণে বাতিল করা হয়েছিল। তিনি অবশ্য অকপটে বলছেন, তদন্ত শেষ করার জন্য এই আদালতের ডিভিশন বেঞ্চ যে সময়সীমা বেঁধে দিয়েছিল, তা এই মামলায় অনুসরণ করা যায় না। তিনি এমন কোনও পরিষেবা বিধিও চিহ্নিত করতে পারেননি যা অবসর গ্রহণের তারিখের পরে শৃঙ্খলাবদ্ধ কার্যক্রম চালিয়ে যাওয়ার অনুমতি দেয়।

(১)২০০৮ এসসিসি অনলাইন ক্যাল ৩২৯

(২)২০২৩ লাইভ আইন এসসি ৪১৯

(৩)(২০১৩) ১০ এসসিসি ৩২৪

(৪)(২০১৯) ১৭ এসসিসি ১৮৪

১৫. পূর্বোক্ত বিষয়গুলি বিবেচনা করে, তিনি নিবেদন করেন যে এমনকি যদি এই মাননীয় আদালত মনে করেন যে তদন্তটি কলুষিত হয়েছে, তবে এটি আবেদনকারীকে অবশ্যই বকেয়া মজুরি পাওয়ার অধিকারী হওয়ার অনুমতি দেয় না। আবেদনকারী কত সময়ের জন্য বকেয়া মজুরি দাবি করা হয়েছে তা প্রকাশ করেননি। আবেদনে এটাও বলা হয়নি যে আবেদনকারী যখন বরখাস্তের আদেশের শিকার হচ্ছিলেন, তখন তিনি অন্যথায় লাভজনকভাবে নিযুক্ত হননি। যেহেতু, আবেদনকারী এমনকি আবেদনও করেননি যে তিনি বরখাস্তের আদেশের শিকার হওয়ার সময় অন্যথায় লাভজনকভাবে নিযুক্ত হননি, তাই তার পক্ষে বকেয়া মজুরি আকারে কোনও ত্রাণ দেওয়া উচিত নয়।

১৬. তার পূর্বোক্ত যুক্তির সমর্থনে, তিনি রাজস্থান রাজ্য সড়ক পরিবহন কর্পোরেশন, জয়পুর বনাম ফুল চাঁদ (৫) মামলায় মাননীয় সুপ্রিম কোর্টের একটি রায়ের উপর নির্ভর করেছেন। এটি এখনও জমা দেওয়া হয়েছে যে কোনও সময়েই আবেদনকারী বিকল্পটি ব্যবহার করার চেষ্টা করেননি। আবেদনকারীর দ্বারা করা দাবি যে তিনি বিকল্পটি ব্যবহার করেছেন তা অযৌক্তিক এবং সাধারণ বিচক্ষণতার কোনও যুক্তিসঙ্গত ব্যক্তি এটি গ্রহণ করবেন না। বকেয়া মজুরি মঞ্জুর এবং জিপিএফের দাবির বিষয়ে আবেদনকারী যে রায়ের উপর নির্ভর করেছিলেন তা এই মামলার তথ্য থেকে পৃথক। স্বীকার্য, এটি বিতর্কের মধ্যে ছিল না যে আবেদনকারী দ্বারা উদ্‌ধৃত মামলায় বিকল্পটি ব্যবহার করা হয়েছিল, বর্তমান মামলার বিপরীতে। উপরে উল্লিখিত তথ্যগুলিতে, আবেদনকারীকে কোনও ত্রাণ দেওয়া উচিত নয়।

(৫) (২০১৮) ১৮ এসসিসি ২৯৯

১৭.   সংশ্লিষ্ট পক্ষের পক্ষে উপস্থিত বিজ্ঞ আইনজীবীদের কথা শুনেছি এবং রেকর্ডে থাকা উপকরণগুলি বিবেচনা করেছি। এই মামলায় দেখা যায়, ১৯৯৪ সালের ৮ জুন জারি করা চার্জশিটের ভিত্তিতে আবেদনকারীর বিরুদ্ধে দেশীয় তদন্ত শুরু হয়। একই সঙ্গে আবেদনকারীকেও সাসপেন্ড করা হয়। অভ্যন্তরীণ তদন্ত শেষে শৃঙ্খলা কর্তৃপক্ষ ১৯৯৪ সালের ১৯ ডিসেম্বর এক আদেশের মাধ্যমে বরখাস্তের আদেশ প্রদান করে। যদিও, আবেদনকারী একটি বিধিবদ্ধ আপিল দায়ের করে এটি চ্যালেঞ্জ করেছিলেন, আপিল কর্তৃপক্ষ আবেদনকারীর প্রার্থনা গ্রহণ করেনি এবং বিপরীতে এটি নিশ্চিত করেছে। উপরোক্ত শাস্তির আদেশকে চ্যালেঞ্জ করে মহামান্য আদালতে একটি রিট পিটিশন দাখিল করা হয়। যদিও, আবেদনকারী এই আদালতের মাননীয় একক বেঞ্চের সামনে সফল হননি, তবে, আবেদনকারীর দ্বারা পছন্দসই একটি আপিলের ভিত্তিতে, এই মাননীয় আদালতের ডিভিশন বেঞ্চ ৩ ফেব্রুয়ারী, ২০০৯ তারিখের একটি আদেশের মাধ্যমে পরে ২৭শে ফেব্রুয়ারী, ২০০৯ এ সংশোধন করা হয়, যখন বরখাস্তের আদেশটি বাতিল করে দেয় কর্পোরেশনকে ইতিমধ্যে আবেদনকারীর উপর জারি করা চার্জশিটের ভিত্তিতে আরও এগিয়ে যাওয়ার স্বাধীনতা দেওয়া হয়।

১৮.   মাননীয় ডিভিশন বেঞ্চ কর্তৃক প্রদত্ত উপরোক্ত নির্দেশ অনুসারে, কর্পোরেশন ২৭শে ফেব্রুয়ারী, ২০০৯ তারিখের একটি আদেশের মাধ্যমে আবেদনকারীকে শৃঙ্খলাবদ্ধ কার্যধারায় তার বিরুদ্ধে এগিয়ে যাওয়ার স্বাধীনতা সংরক্ষণ করে পুনর্বহাল করে। দুর্ভাগ্যবশত, মাননীয় ডিভিশন বেঞ্চ কর্তৃক জারি করা নির্দেশের পরিপ্রেক্ষিতে আবেদনকারীর বিরুদ্ধে এগিয়ে যাওয়ার সুযোগ থাকা সত্ত্বেও কর্পোরেশন নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে তা করেনি।

২০০৯ সালের ১১ আগস্ট শুনানির নোটিশ দেওয়া হয়। এর পরিপ্রেক্ষিতে, আবেদনকারী অবসরকালীন সুবিধাগুলি প্রকাশের জন্য তাঁর অবসর গ্রহণের কথা স্মরণ করিয়ে দেওয়ার সময় কর্তৃপক্ষকে আহ্বান জানিয়েছিলেন এবং এতে প্রকাশ করেছিলেন যে তাঁর কিছু যোগ করার নেই।

১৯. রেকর্ড থেকে জানা যায় যে, ২৯ আগস্ট, ২০০৯ তারিখের একটি আদেশে কর্পোরেশনের ব্যবস্থাপনা পরিচালক শৃঙ্খলা কর্তৃপক্ষের এখতিয়ার গ্রহণ অব্যাহত রাখার সময় নিম্নরূপ পর্যবেক্ষণ ও নির্দেশ দিয়েছিলেন:

> *"১. সাময়িক বরখাস্ত থাকাকালীন তিনি এসএ ছাড়া অন্য কিছু পাবেন না।*
>
> *২. অন্তর্বর্তীকালীন আদেশের মাধ্যমে বরখাস্তের তারিখ থেকে যোগদানের পূর্ববর্তী তারিখ পর্যন্ত সম্পূর্ণ সময়কাল ই.ও.এল হিসাবে গণ্য হবে। সে অনুযায়ী তার অবসরকালীন সুবিধা দেওয়া হোক।"*

২০. তাত্ক্ষণিক মামলায় বিবেচনার জন্য প্রাথমিক প্রশ্নটি হ'ল কর্পোরেশনের ব্যবস্থাপনা পরিচালক যিনি আবেদনকারীর শৃঙ্খলাবদ্ধ কর্তৃপক্ষ ছিলেন তিনি আবেদনকারীর অবসর গ্রহণের তারিখের পরেও আবেদনকারীর শৃঙ্খলাবদ্ধ কর্তৃপক্ষের এখতিয়ার প্রয়োগ চালিয়ে যেতে পারেন কিনা। ইহা সুপ্রতিষ্ঠিত যে, মনিব-ভৃত্য সম্পর্কের অনুপস্থিতিতে এবং কোন বিভাগীয় কার্যধারা বা উহার উপসংহার অব্যাহত রাখার কোন নিয়মের অনুপস্থিতিতে, অবসর গ্রহণের তারিখের পর শৃঙ্খলা কর্তৃপক্ষ কর্তৃক এইরূপ কোন এক্তিয়ার প্রয়োগ করা যাইবে না। বর্তমান ক্ষেত্রে অবশ্য আরও একটি জটিলতা রয়েছে।

এই মহামান্য আদালতের ডিভিশন বেঞ্চ আবেদনকারীর বিরুদ্ধে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বিভাগীয় কার্যক্রম চালিয়ে যাওয়া এবং শেষ করার অনুমতি দেওয়া সত্ত্বেও, এটি করা হয়নি। যদিও, মাননীয় ডিভিশন বেঞ্চের জারি করা নির্দেশ অনুসারে আবেদনকারীকে পুনর্বহাল করা হয়েছিল, মাননীয় ডিভিশন বেঞ্চের নির্দেশিত কোনও তদন্ত মাননীয় ডিভিশন বেঞ্চের আদেশে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে পুনরায় শুরু বা সমাপ্ত করা হয়নি।

২১. উপরোক্ত বিষয়গুলি বিবেচনা করে, এটি নিরাপদে সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারে, কর্পোরেশনের ম্যানেজিং ডিরেক্টরের আবেদনকারীর অবসর গ্রহণের তারিখের পরে আবেদনকারীর বিরুদ্ধে পদক্ষেপ নেওয়ার কোনও এখতিয়ার ছিল না, অন্যথায় তিনি এই আদালতের ডিভিশন বেঞ্চ কর্তৃক প্রদত্ত নির্দেশ মেনে চলতে ব্যর্থ হওয়ার জন্য আবেদনকারীকে কার্যধারা চালিয়ে যেতে এবং কোনও শাস্তি প্রদান করতে অক্ষম ছিলেন। এটি এমন একটি পরিস্থিতির দিকে পরিচালিত করে যেখানে তদন্ত প্রক্রিয়া বৈধভাবে শুরু হওয়া সত্ত্বেও আবেদনকারীর অবসর গ্রহণের ফলস্বরূপ হঠাৎ শেষ হয়ে যায়। যেহেতু আকস্মিকভাবে কার্যক্রম শেষ হয়ে যায়, তাই আবেদনকারীর বিরুদ্ধে আনা অভিযোগ প্রমাণ করা যায়নি।

২২. এই ক্ষেত্রে, এটি লক্ষ্য করা গেছে যে শ্রী সেন, রাজস্থান রাজ্য সড়ক পরিবহন কর্পোরেশন (সুপ্রা) মামলায় প্রদত্ত রায়ের উপর নির্ভর করে কর্পোরেশনের প্রতিনিধিত্বকারী বিজ্ঞ অ্যাডভোকেট যুক্তি দিয়েছেন যে অপরাধীর দ্বারা করা কোনও আবেদনের অনুপস্থিতিতে যে তিনি বরখাস্তের আদেশের সময় লাভজনকভাবে নিযুক্ত ছিলেন না, কোনও বকেয়া মজুরি দেওয়া উচিত নয়, তবে আমি দেখতে পাচ্ছি যে কেসটি কিছুটা আলাদা হতে পারে।

রাজস্থান স্টেট রোড ট্রান্সপোর্ট কর্পোরেশন, জয়পুর (সুপ্রা) এর ক্ষেত্রে, একটি বৈধভাবে অনুষ্ঠিত ঘরোয়া তদন্ত চ্যালেঞ্জের অধীনে ছিল যেখানে অপরাধীর বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রমাণিত হয়েছিল এবং উক্ত মামলায় হস্তক্ষেপ শাস্তির পরিমাণের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল, বর্তমান তথ্য সম্পূর্ণ ভিন্ন চিত্র দেখায়। এই ঘটনায় তদন্ত আচমকাই বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল। এ জন্য যে অভিযোগ আনা হয়েছে, তা প্রমাণ করা যায়নি। কর্পোরেশনের ব্যবস্থাপনা পরিচালক কর্তৃক ২৯শে আগস্ট, ২০০৯ তারিখে জারি করা ফলস্বরূপ আদেশগুলি আমার মতে, এক্তিয়ারের বাইরে এবং এটি টিকিয়ে রাখা যায় না এবং সেই অনুযায়ী বাতিল করা হয়।

২৩. এর ধারাবাহিকতা হিসাবে, ২৪ শে জুন, ২০১০ তারিখের আদেশটি টিকিয়ে রাখা যায় না, যতক্ষণ না এটি আবেদনকারীকে প্রদেয় সুবিধাগুলি হ্রাস করার চেষ্টা করে। এটা সত্য যে বর্তমান মামলায় আবেদনকারী দ্বারা কোনও প্রমাণ করা হয়নি যে তিনি বরখাস্তের আদেশের সময় লাভজনকভাবে নিযুক্ত ছিলেন না, তবে এই বিষয়টি খেয়াল করে যে উত্তরদাতারা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার সুযোগ থাকা সত্ত্বেও কার্যধারা শেষ না করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, আমি মনে করি, আবেদনকারীকে সম্পূর্ণরূপে বকেয়া মজুরি অস্বীকার করা অন্যায় হবে, বিশেষত যখন আবেদনকারীর উত্তরদাতাদের কার্যধারা শেষ না করার ক্ষেত্রে কোনও ভূমিকা ছিল না এবং এর জন্য দায়বদ্ধ ছিল না।

তদন্ত কার্যক্রমের আকস্মিক সমাপ্তিতে আবেদনকারীর জড়িত না থাকার সামগ্রিক বিষয়টি বিবেচনা করে আমি মনে করি যে আবেদনকারীকে বকেয়া মজুরির ৭৫ শতাংশ প্রদান করা উচিত, তার অনুকূলে ইতিমধ্যে প্রদত্ত জীবিকা ভাতা কমিয়ে দেওয়া উচিত।

২৪. আরও লক্ষ্য করা গেছে, গ্র্যাচুইটি গণনা করতে গিয়ে উত্তরদাতারা অযৌক্তিকভাবে ১৪ বছর ১১ মাস ২৪ দিনের সুবিধা থেকে বঞ্চিত হয়েছেন। উপরোক্ত বিষয়গুলি বিবেচনা করে, উত্তরদাতাদের গ্র্যাচুইটি সহ আবেদনকারীকে প্রদেয় অবসরকালীন সুবিধাগুলি পুনরায় গণনা করার নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে। সিপিএফকে জিপিএফে রূপান্তরিত করার কারণে আবেদনকারীর দাবি সম্পর্কে আমি মনে করি যে এটি বজায় রাখার জন্য রেকর্ডে কোনও উপাদান নেই। আবেদনকারী তার বিকল্প প্রয়োগের জন্য কর্তৃপক্ষের কাছে কোনও আবেদন করেছিলেন তা প্রমাণ করার জন্য এই আদালতে কোনও নথি উপস্থাপন করা হয়নি। জিপিএফের দাবির বিষয়ে তার যুক্তির সমর্থনে শ্রী শ যে রায়গুলি উদ্‌ধৃত করেছেন, অন্যথায় তথ্যের ভিত্তিতে পৃথক করা যায়। এটি সুপ্রতিষ্ঠিত যে একটি রায় যা সিদ্ধান্ত নেয় তার একটি কর্তৃপক্ষ, তথ্যের সামান্য পার্থক্য চূড়ান্ত ফলাফল পরিবর্তন করতে পারে। এটি আবেদনকারীকে সহায়তা করে না।

২৫. উত্তরদাতাদের উপরোক্ত পর্যবেক্ষণের ভিত্তিতে আবেদনকারীকে প্রদেয় অবসরকালীন সুবিধাগুলি পুনরায় গণনা করার এবং এই আদেশের যোগাযোগের তারিখ থেকে ছয় সপ্তাহের মধ্যে আবেদনকারীর পক্ষে তা বিতরণ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। আবেদনকারী অবসরকালীন সুবিধার উপর বার্ষিক ১০ শতাংশ হারে সুদ পাওয়ার অধিকারী হবেন, যে পরিমাণে এটি আটকানো হয়েছিল এবং আগে বিতরণ করা হয়নি।

২৬. উপরোক্ত পর্যবেক্ষণ/নির্দেশনাসহ রিট আবেদনটি নিষ্পত্তি করা হলো। রিট আবেদনটি নিষ্পত্তির পরিপ্রেক্ষিতে সংযুক্ত আবেদনগুলো ২০১৬ সালের সিএএন-১ (পুরাতন নম্বর-১। ২০১৬ এর ৩৭৫) এবং ২০১৮ এর ক্যান ২ (পুরাতন নম্বর। ২০১৮ সালের সিএএন ৫৭১০) রিট পিটিশনটি অকার্যকর হয়ে পড়ায় দ্রুত নিষ্পত্তির আবেদনও নিষ্পত্তি করা হয়েছে।

২৭. তবে খরচ সম্পর্কে কোন আদেশ থাকিবে না।

২৮. এই আদেশের জরুরী ফটোস্ট্যাট সার্টিফাইড কপি, আবেদন করিলে, প্রয়োজনীয় আনুষ্ঠানিকতা প্রতিপালন সাপেক্ষে পক্ষগণকে প্রদান করিতে হইবে।।

(রোজা বসু চৌধুরী, বিচারপতি.)

শাশ্বত/সঞ্জীব

সহকারী রেজিস্ট্রার (আদালত)

DISCLAIMER

The translated Judgment in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purpose. For all practical and official purposes, the English version of the Judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.

দাবিত্যাগ

স্থানীয় ভাষায় অনূদিত রায়টি সীমিত ব্যবহারের জন্য ও মামলাকারীর সেটি মাতৃ ভাষায় বোঝার জন্য এবং তা অন্য কোনো উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যাবে না। সমস্ত ব্যবহারিক এবং সরকারী উদ্দেশ্যে, রায়ের ইংরেজি সংস্করণটি প্রামাণিক হবে এবং কার্যকরী ও প্রয়োগের উদ্দেশ্যে সেটি প্রযোজ্য হবে।

/ Upama Ganguly